যুগান্তর

তারিখ ...11 MAY 2016... পৃষ্ঠা ...১৮... কলাম ...(১-৩)...

রাজশাহীতে দুইশ' শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বিধ্বস্ত

জিয়াউল গনি সেলিম, *রাজশাহী থেকে*

গত ৫ এপ্রিল রাজশাহী অঞ্চলে প্রথম হানা দেয় কালবৈশাখী। ২২ মিনিটের ওই ঝড়ে রাজশাহী জেলায় ১৯০টির বেশি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান লণ্ডভণ্ড হয়ে যায়। এরপর আরও দুই দফা কালবৈশাখীর তাণ্ডবে ক্ষতিগ্রস্ত হয় আরও বেশকিছু শিক্ষা প্রতিষ্ঠান। কিন্তু গত এক মাসও পৌঁছেনি এসব ক্ষতিগ্রস্ত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে সরকারি কোনো সহযোগিতা। ফলে এসব প্রতিষ্ঠানে চরমভাবে ব্যাহত হচ্ছে পাঠদান। তবে অনেকেই শিক্ষার্থীদের কথা বিবেচনায় নিয়ে বিকল্প ব্যবস্থায় পাঠদানের ব্যবস্থা করেছেন। বেশকিছু শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোর শিক্ষা কার্যক্রম চলছে খোলা আকাশের নিচে অথবা গাছের নিচে। তবে জেলা প্রশাসন জানিয়েছে, ক্ষতিগ্রস্ত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের তালিকা সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়ে পাঠানো হয়েছে। বরাদ্দ পেলে সংস্কারের ব্যবস্থা নেয়া হবে। জানা গেছে, দুর্গাপুর উপজেলায় কয়েক দফা কালবৈশাখীর তাণ্ডবে নন্দিগ্রাম শেখপাড়া প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ৪টি কক্ষসহ পুরো বিদ্যালয়ের টিনের চালা উড়ে যায়। এরপর আশপাশের চায়ের স্টল, আম বাগান ও বাঁশ ঝাড়ে চলতে থাকে পাঠদান। পরে কোনো রকম টিনের চালাটি সংস্কার করার ব্যবস্থা করা হয়। দেবিপুর বিএম কলেজের টিনের চালা উড়ে গেলে পাঠদান চলছে খোলা আকাশের নিচে। পালশা উচ্চ বিদ্যালয়ের টিনের চালাটি উড়ে যায় কালবৈশাখীর তাণ্ডবে। সেই সঙ্গে প্রতিষ্ঠানটির মাটির দেয়াল ধসে পড়ে শ্রেণীকক্ষে পাঠদান ব্যবস্থা ভেঙে পড়ে। একইভাবে ভাণ্ডীর পাড়া প্রাথমিক বিদ্যালয়, পালশা প্রাথমিক বিদ্যালয়ের টিনশেড ভবন ও কাঁঠালবাড়িয়া প্রাথমিক বিদ্যালয়ের আংশিক ক্ষতি হয়েছে। এ উপজেলায় ১১টি প্রাথমিক বিদ্যালয় কালবৈশাখীর তাণ্ডবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। এ প্রসঙ্গে দুর্গাপুর উপজেলা শিক্ষা কর্মকর্তা গোফরান হালিম জানান, ক্ষতিগ্রস্ত বিদ্যালয়গুলোর তালিকা করে ক্ষতির পরিমাণ নির্ণয় করে উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষকে জানানো হয়েছে। সেখান থেকে সহায়তা পেলে সংস্কার করা হবে।

এদিকে গোদাগাড়ী উপজেলার মোট ৪২টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ক্ষতিগ্রস্ত হয়। ক্ষতিগ্রস্ত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোর মধ্যে ২৫টি মাধ্যমিক ও ১৭টি প্রাথমিক। এর মধ্যে ২১টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে এখনও পর্যন্ত কোনো ধরনের অনুদান পৌঁছেনি। তাই সংস্কারও করা হয়নি বিদ্যালয়গুলো। এসব স্কুলের পাঠদান, পরীক্ষা— সবই চলছে ভোলা আকাশের নিচে। উপজেলা শিক্ষা কর্মকর্তা মো. সানাউল্লাহ জানিয়েছেন, ৫ এপ্রিলের কালবৈশাখীর ঝড়ে গোদাগাড়ীর ১৭টি প্রাথমিক বিদ্যালয় ক্ষতিগ্রস্ত হয়। এসব স্কুলের বেশিরভাগেরই টিনের ছাদ উড়ে যায়। কোনোটির আবার দেয়াল পর্যন্ত ধসে যায়। ঝড়ের পর তারা একটি তালিকা করেন। এরপর, স্থানীয় এমপি ওমর ফারুক চৌধুরী ১২টি প্রাথমিক বিদ্যালয়কে তার বিশেষ বরাদ্দ দেন। তিনি জানান, ঝড়ে ক্ষতিগ্রস্ত প্রাথমিক স্কুলগুলোর মধ্যে এক মাসে ৬০ শতাংশ স্কুলের সংস্কার করা সম্ভব হয়েছে। তবে উপজেলার কাদিপুর-১, ২, রামনগর, লালবাগ ও ঝিনা সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে এখনও অনুদান পৌঁছেনি।

৩০ এপ্রিল রাতে বাগমারার বিভিন্ন ইউনিয়নের ওপর দিয়ে দুই দফা কালবৈশাখী ঝড় ও শীলাবৃষ্টি হয়েছে। সন্ধ্যায় শীলাবৃষ্টি ও রাত ১০টার দিকে কালবৈশাখী তাণ্ডবে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ব্যাপক ক্ষতি হয়েছে। এ ঝড়ে বাগমারার ১৬টি ইউনিয়নের প্রায় অর্ধশতাধিক স্কুল-কলেজ মাদ্রাসার ব্যাপক ক্ষতি হয়। ক্ষতিগ্রস্ত এসব শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের মধ্যে ২৩টির অবস্থা অত্যন্ত নাজুক।